সূচিপত্র

শুরুর আগে **১১**

ফতোয়া লেখার কলাকৌশল **১৫**

ক. লিখিত ফতোয়া; শারয়ি সমাধানের শৈল্পিক উপস্থাপন ১৬

খ. সঠিক ও সুন্দরভাবে ফতোয়া লেখার গুরুত্ব ১৬

গ. ফতোয়া লেখার ১০টি প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম যা না হলেই নয় ১৭

ঘ. ফতোয়া লেখার জন্য বুনিয়াদী যেসব বিষয় জানা প্রয়োজন ১৮

ঙ. ফতোয়া সুন্দর করার পরীক্ষিত ১০টি ধাপ ২০

চ. একটি উদাহরণ ২৫

ছ. উস্তাযকে ফতোয়া দেখানোর সময় যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে ২৭

জ. একটি আদর্শ ফতোয়ায় যেসব গুণ থাকা জরুরি ২৯

ঝ. হাওয়ালা তাখরিজ ৩২

ঞ. হাওয়ালা লেখার পদ্ধতি ৩৪

ট. একজন ফতোয়া লেখকের গুণাবলি ৩৭

ফতোয়া লেখার কলাকৌশল

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسوله النبى الكريم. أما بعد، فقال الله سبحانه و تعالى: يستفتونك، قل الله يفتيكم فى الكلالة[১]

আলহামদুলিল্লাহ! সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার। তিনি আমাদেরকে দ্বীনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের জন্য মনোনীত করেছেন। ফতোয়া প্রদানের গুরুদায়িত্ব মহান আল্লাহ তাআলার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়েছে। তাঁর প্রেরিত রাসুল সাইয়্যিদুনা ওয়া নাবিয়্যুনা মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন নিবেদিত হয়েছে, এই মহান দায়িত্ব পালনে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হিসেবে আমাদেরকেও এই মহান দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করতে হবে। আমাদের পূর্বসূরি উলামা-মাশায়েখের জীবনী থেকে আমরা জানতে পারি, তারা ফতোয়া-চর্চার ব্যাপারে পূর্ণ মনোযোগের সাথে, পরিচয় দিয়েছেন দায়িত্বশীলতার। পূর্বসুরিদের ন্যায় ফতোয়া-চর্চায় শরিয়তের মুখপাত্র হিসেবে এই গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে আমাদের ওপর। আলোচ্য বিষয়গুলো আমাদেরকে এই মহান দায়িত্বপালনে সহায়তা করবে ইনশাআল্লাহ।

---

[১] অর্থ : তারা আপনার কাছে ফতোয়া জানতে চায়, আপনি বলে দিন আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে 'কালালাহ' ব্যক্তির মিরাসের ব্যাপারে ফতোয়া প্রদান করছেন। [সুরা নিসা, আয়াত : ১৭৬] কালালাহ বলা হয় এমন ব্যক্তিকে, যার মৃত্যুর সময় তার ওয়ারিস হিসেবে পিতা বা সন্তান কেউ পৃথিবীতে নেই।

ক. লিখিত ফতোয়া; শারয়ি সমাধানের শৈল্পিক উপস্থাপন

প্রতিটি কাজের নিজস্ব একটি বৈশিষ্ট্য থাকে। সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম-কানুন কাজটিকে সুচারু করে তোলে। একটি সুন্দর ও আকর্ষণীয় স্থাপনা নির্মাণের সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম-নীতি রয়েছে, যা আবশ্যিকভাবে অনুসরণ করতে হয়।

ফতোয়া লেখা ও চর্চার ক্ষেত্রেও রয়েছে নিজস্ব কিছু নিয়ম, পদ্ধতি। এসব নিয়ম ও পদ্ধতি ফতোয়া লেখার বিশেষ শৈলী (Style) হিসেবে পরিচিত, যা অনুসরণ করে ফতোয়া লেখা হলে আপনার ফতোয়া শৈল্পিক মানে উত্তীর্ণ হবে, ইনশাআল্লাহ। একটি বিষয় আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, মহান আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুলের বর্ণিত শারয়ি সমাধান পেশ করাকে ফতোয়া বলা হয়। পৃথিবীর সর্বোত্তম জীবন ব্যবস্থাপনাকে অবশ্যই সর্বোত্তম পন্থায় পেশ করা বাঞ্ছনীয়। এ কারণেই লিখিত ফতোয়াকে বলা হবে, শারয়ি সমাধানের শৈল্পিক উপস্থাপন। তবে পরিতাপের বিষয় হলো, এসব নিয়ম-নীতির চর্চা আজ অবহেলিত।

খ. সঠিক ও সুন্দরভাবে ফতোয়া লেখার গুরুত্ব

আমরা জানি, ফতোয়া হলো, বিশ্ব জাহানের অধিপতি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে দস্তখত করা। তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর বিধান বলা ও লেখাকে ফতোয়া বলা হয়। তাই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বলা ও লেখাটা মৌলিকভাবে বিশুদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি সুন্দর হওয়া কাম্য।

মুহতারাম উস্তায মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক হাফিযাহুল্লাহ বলতেন, ‘কিসমুল ফিকহি ওয়াল ইফতার দুটি প্রধান উদ্দেশ্য—

» ফতোয়া নবীসী অর্থাৎ সুন্দরভাবে ফতোয়া-চর্চা করা।

» তাফাক্কুহ অর্জন। অর্থাৎ দ্বীনের সুগভীর জ্ঞান অর্জন ও নিজের মধ্যে উন্নত মানসিকতা তৈরি করা।

তবে কিসমুল ফিকহের প্রাতিষ্ঠানিক নেসাবে অধ্যয়নরত একজন তালিবুল ইলমের জন্য প্রথমটাই হবে মূল লক্ষ্য। আর প্রথমটিতে মনোযোগী হলে তাফাক্কুহ অর্থাৎ শরিয়তের গভীর বোধশক্তিও বেশ পরিমাণে অর্জিত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তবে পরবর্তীতে তাফাক্কুহ এর জন্যও পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করতে হবে।’

তাহলে আমরা বলতে পারি, কিসমুল ফিকহ ওয়াল ইফতা সফলতার সাথে সম্পন্ন করতে চাইলে ফতোয়া লেখা সহিহ ও সুন্দর করার কোনো বিকল্প নেই।

আমরা আমাদের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করলে, দয়াময় আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না ইনশাআল্লাহ।

গ. ফতোয়া লেখার ১০টি প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম যা না হলেই নয়

১. একটি জেল পেন। মসৃণ ও সরু কালির জেল পেন হতে হবে। কিছু কলমের কালি আছে, যেগুলো ছড়িয়ে পড়ে। এসব কলম ফতোয়া লেখার উপযোগী নয়। উল্লিখিত মানের জেল পেন দিয়ে ফতোয়া চূড়ান্তভাবে (তাবয়ীয) লিখব।

২. একটি কারেকশন পেন বা ফ্লুইড পেন। অর্থাৎ অসতর্কতায় লিখে ফেলা ভুল সংশোধন বা মোছার জন্য ব্যবহার করা যায় এমন সাদা কালির একটি কলম। তবে এটি যত কম ব্যবহার করা যায় তত ভালো।

৩. একটি ভালো মানের কাঠ পেন্সিল। এক্ষেত্রে HB গ্রেডের কাঠপেন্সিল বা HB Lead পেন্সিল সবচেয়ে ভালো হবে।

৪. পেন্সিলের লেখা মোছার জন্য একটি ইরেজার, যা আমাদের সমাজে রাবার হিসেবে পরিচিত।

৫. শার্পনার বা পেন্সিল কাটার।

৬. এ ফোর (A4) সাইজের কাগজের শিট। অন্তত ৭০-৮০ গ্রাম ওজনের সাইজের কাগজ হলে, লেখার ছাপ অপর পৃষ্ঠায় ভেসে উঠবে না। অনেকগুলো লাগবে। এতে ফতোয়া চূড়ান্তভাবে তাবয়ীয করা হবে।[১]

৭. একটি কোর্ট ফাইল। প্লাস্টিকের হলে ভালো হয়। এতে ইস্তিফতা, ফতোয়া, তাবয়ীয সযত্নে সংরক্ষণ করা হবে।

৮. কলম, পেন্সিল, ইরেজার ইত্যাদি রাখার জন্য ছোট একটি হ্যান্ড ব্যাগ। এতে জিনিসগুলো সহজে হারাবে না। প্রয়োজনের সময় সবগুলো একসাথে পাওয়া যাবে।

৯. উস্তাযকে ফতোয়া দেখানোর জন্য বাংলা রোল করা ভালো মানের একটি খাতা সংগ্রহ করতে হবে। এই খাতাটি একজন মুফতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি

---

[১] এ ফোর সাইজের কাগজ পাওয়া না গেলে লিগ্যাল বা লেটার সাইজের কাগজেও ফতোয়া লেখা যেতে পারে। তবে ফতোয়ার কাগজের সাইজ যেন অবশ্যই সমাজের প্রচলিত কাগজের মাপে হয়ে থাকে। অস্বাভাবিক বড় কিংবা ছোট কাগজ, বাঁকা করে ছেড়া বা কাটা কাগজ, একাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী ফতোয়ার একেক পৃষ্ঠা একেক মাপের কাগজ যেন না হয় সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।

সারাজীবন সযত্নে সংগ্রহে রাখা উচিত। কর্মজীবনে এই খাতা দেখে নিজে নিজে ফতোয়া তাসহিহ বা সম্পাদনার নির্দেশনা পাওয়া যাবে। পাশাপাশি ফতোয়া লেখায় নিজের উন্নতিও যাচাই করা যাবে।

১০. ফতোয়ার খসড়া লেখার জন্য একটি খসড়া খাতা।

উল্লিখিত ১০টি জিনিস প্রাথমিক স্তরের ফতোয়া-চর্চায় তালিবুল ইলমের জন্য অপরিহার্য।

ঘ. ফতোয়া লেখার জন্য বুনিয়াদী যেসব বিষয় জানা প্রয়োজন

১. আরবি লিখনরীতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা

সঠিকভাবে আরবি লেখার কিছু নিয়ম-কানুন রয়েছে। পরিভাষায় তা 'কাওয়ায়িদুল ইমলা' নামে পরিচিত। প্রত্যেক ভাষারই লিখনরীতি রয়েছে। রীতি অনুসরণ করা না হলে সাবলীলভাবে লেখা বুঝতে অসুবিধা হয়।

'কাওয়ায়িদুল ইমলা' থেকে গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো অবশ্যই জানতে হবে—

হামযায়ে ওসল, হামযায়ে ক্বতঈ, ওয়াও এর সাথে হামযা, স্বতন্ত্রভাবে হামযা লেখা, 'আলিফ' কখন বিলুপ্ত হয়, কখন হয় না, আরবি যুগল শব্দ, পৃথক শব্দ ইত্যাদির লিখনরীতি।

এর জন্য উস্তায ফাহমি হিজার কর্তৃক লিখিত—قواعد الإملاء فى عشرة دروس سهلة—পড়া যেতে পারে। তবে, বিজ্ঞ কোনো উস্তাযের তত্ত্বাবধানে কিছুদিন অনুশীলন করলে অধিক ফায়েদা হবে।[১]

২. বাংলা ও আরবি বর্ণমালা, বিরামচিহ্ন সঠিক আকৃতিতে লেখা

ফতোয়া লেখার জন্য যেসব ভাষা আমাদের ব্যবহার করতে হয়, সেসব ভাষার বর্ণমালা ও বিরাম চিহ্ন লেখার আকৃতি ও রূপ সঠিকভাবে রপ্ত করা জরুরি। যেমন, আরবিতে 'ইয়া' (ى) বর্ণ এর নিচে কখন নুকতা হবে, কখন হবে না। আরবি কমা, সেমিকোলন, প্রশ্নবোধক চিহ্ন ইত্যাদি লেখার সঠিক নিয়ম জানতে হবে।

বাংলায় 'ঋ' লেখার সঠিক পদ্ধতি (উক্ত বর্ণটি সঠিকভাবে লিখতে ছাত্রদের অনেক সময় ভুল হয়ে থাকে)।

---

[১] একইভাবে উর্দু লিখনরীতির ব্যাপারেও জানাশোনা থাকতে হবে। কোথায় ইয়ায়ে মা'রুফ, কোথায় মাজহুল হবে, কোথায় নূনে গুন্নাহ লিখতে হবে ইত্যাদি বুনিয়াদী ইলম থাকা আবশ্যক।

বিশেষ করে বাংলা যুক্তাক্ষর সঠিকভাবে লিখতে পারা। দাঁড়ি, কমা কীভাবে লিখতে হয় তাও জানা থাকতে হবে।

বাংলা বর্ণ লেখা সঠিকভাবে রপ্ত করার জন্য পড়তে পারেন সীতানাথ বসাক রচিত 'আদর্শলিপি ও সরল বর্ণ পরিচয়'। তাছাড়া বাংলা যুক্তবর্ণ ভালো করে জানতে ড.আব্দুর রহিম কর্তৃক রচিত 'বাংলা বানানের কথা' পড়তে পারেন।

৩. আরবি ও বাংলা বিরাম চিহ্নের জ্ঞান

পাঠমর্ম পাঠকের কাছে সহজ ও বোধগম্য করে তোলার জন্য যতিচিহ্নের বিশেষ অবদান রয়েছে। আরবিতে একে 'আলামাতুত তারক্বীম' বলা হয়। আরবির জন্য আপনারা পড়তে পারেন, ছোট কলেবরে লিখিত বিশিষ্ট আরবি ভাষাবিদ আহমদ যাকী পাশা রাহিমাহুল্লাহর (মৃত্যু : ১৩৫৩হি.) এর الترقيم وعلاماته في اللغة العربية বইটি। পরবর্তীতে সম্পাদনা করে প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করে আরও চমৎকার করেছেন আরব বিশ্বের নন্দিত গবেষক মুহাদ্দিস আল্লামা আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রাহিমাহুল্লাহু তাআলা (মৃত্যু : ১৪১৭হি.)।

ড. ফখরুদ্দীন ক্বাবাওয়াহ রচিত—علامات الترقيم في اللغة العربية গ্রন্থটিও পড়া যেতে পারে। বাংলা ভাষায়ও এ বিষয়ক কিছু বই আছে। বাংলার জন্য ড. হায়াৎ মামুদ রচিত 'বাংলা লেখার নিয়মকানুন', 'প্রথম আলো ভাষারীতি' বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

৪. বাংলা বানান জ্ঞান

বাংলা বানান শুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। এ ব্যাপারে ছাত্রভাইদের কিছু উদাসীনতা আছে। বাংলা বানান বিষয়ক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠার জন্য পূর্বোক্ত ড. আব্দুর রহিম সাহেবের *বাংলা বানানের কথা*, পবিত্র সরকারের *বানানের ক্লাস* ইত্যাদি বই থেকে সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।

৫. বাংলা বর্ণমালার মাত্রাজ্ঞান

বাংলা বানান যেমন শুদ্ধ হতে হবে, তেমনি বাংলা বর্ণের মাত্রাজ্ঞানও জানা থাকতে হবে। এর জন্য এইচ. এম. আবু সালেহ কর্তৃক রচিত 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থটি বেশ উপকারী।

৬. সাবলীলভাবে বাংলা লেখার যোগ্যতা

এর জন্য বেশ কিছুদিন বাংলা দিনলিপি বা রোজনামচা লেখার অনুশীলন করা যেতে

পারে।[১] তাখাসসুসের আগেই এই বিষয়গুলো সচেতন প্রতিটি তালিবে ইলমের আয়ত্ত করে নেওয়া উচিত।

৭. ফতোয়া উপস্থাপন, সাজানো ও লেখার বিশেষ কিছু পদ্ধতির জ্ঞান

এ বিষয়ে প্রাথমিক কিছু জ্ঞান আপনার উস্তায থেকেই প্রথমে গ্রহণ করতে হবে। আর বাকিটুকু তামরীন ও অনুশীলন করতে করতে অর্জন হবে।

আমি যখন উস্তাযদেরকে ফতোয়া দেখাতাম, তখন উস্তাযগণ এ সংক্রান্ত বহু নীতিমালা বলতেন। আলহামদুলিল্লাহ শুরু থেকেই সেগুলো যত্নের সাথে সংরক্ষণ করেছি। এভাবে ফতোয়া লেখার কলাকৌশল সংক্রান্ত ১১৮টি নিয়ম-নীতি উস্তাযদের থেকে সংরক্ষণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে বড় পরিসরে এ বিষয়ে কাজ করার ইচ্ছা আছে ইনশাআল্লাহ।

উক্ত নীতিগুলোর আলোকে ফতোয়া তামরীনের নীতিমালার উপর আরবি ভাষায় একটি কিতাবও রচনা করেছি। ছাত্রদের জন্য এটি বেশ উপকারী প্রমাণিত হয়েছে।

যাইহোক, উল্লিখিত ৭টি বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা আদর্শিক পন্থায় ফতোয়া-চর্চার জন্য আবশ্যক।

ঙ. ফতোয়া সুন্দর করার পরীক্ষিত ১০টি ধাপ

আমরা আগেই আলোচনা করেছি, ফতোয়া হলো মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার পক্ষ থেকে স্বাক্ষর প্রদান। অতএব এ স্বাক্ষর সুন্দর করতে হবে। স্বাক্ষরিত বক্তব্য যেন সবদিক থেকে সুন্দর হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

ছাত্রভাইরা ফতোয়া সুন্দর করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করে থাকে। তবে তাদের কারো কারো চেষ্টা শৃঙ্খলিত ও সুনির্দিষ্ট পথে হয় না। ফলশ্রুতিতে, তাখাসসুসের প্রাতিষ্ঠানিক সময় পেরিয়ে গেলেও সুন্দরভাবে ফতোয়া লেখা আয়ত্ত করা হয়ে উঠে না।

দেখা যায়, মনোযোগের সাথে চর্চা করার পরও কোনো ফতোয়ায় পূর্বোক্ত জরুরি ৪ নং বিষয়টি ছুটে গেছে, বাংলা কোনো একটি শব্দের বানানে ভুল হয়েছে। আবার দেখা যাবে, ৭ নং বিষয়টি খেয়াল রাখা হয়নি। অথচ তার হয়তো আমাদের

---

[১]এক্ষেত্রে সাবলীল বাংলায় লিখিত দিনলিপিমূলক বই সৈয়দ আলী আহসানের *১৯৭৫ সাল* পড়ে উপকৃত হওয়া যেতে পারে।